4 MAY 2017
20 ৬

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

ইনস্টিটিউটের মর্যাদা চান শিক্ষার্থীরা

■ কামরান সিদ্দিকী

সমকালের আয়নায় ঢাকার সরকারি কলেজ

৮

'আমাদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত বললে অনেকেই হাসাহাসি করে। কারণ গার্হস্থ্য ইনস্টিটিউটের আওতাভুক্ত করে আমাদের ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হলেও পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট হিসেবে এটিকে বিবেচনা করা হয় না।' আক্ষেপ করে সমকালের কাছে এ কথা বলছিলেন গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মিথিলা রহমান। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এ কলেজের সিলেবাস প্রণয়ন বা কারিকুলাম নির্ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সার্টিফিকেটও দেওয়া হচ্ছে এখান থেকে। যদিও প্রতিষ্ঠানটির বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকদের নিয়োগ, বদলি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত অন্যান্য কলেজে হয়ে থাকে। অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রমও চলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে ও আদলে। মোট ৫৪ জন শিক্ষক রয়েছেন এ মহাবিদ্যালয়ে। তাদের মধ্যে ১০ জন শিক্ষক সংযুক্ত। পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট না হওয়ায় এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

ইনস্টিটিউটের মর্যাদা

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

পাচ্ছেন না। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা কলেজটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট করার দাবিতে দুই দফায় আন্দোলনে নামেন। গত বছর সেপ্টেম্বরে শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো বিবেচনা করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু কমিটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি। তাই শিক্ষার্থীরা গত মার্চ মাসে আবারও আন্দোলনে নামেন। একাধিকবার সড়ক অবরোধ করেন। বর্তমানে তাদের ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। অনেক শিক্ষার্থীর মতে, শিক্ষকদের একাংশও চাইছেন না এটি ইনস্টিটিউট হোক।

এ ব্যাপারে ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন সমকালকে বলেন, তাদেরকে কলেজের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখতে বলা হয়েছে। কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। অনেকের সঙ্গে তারা কথা বলেছেন। এখন প্রতিবেদন তৈরির কাজ করছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক ও কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান। শিগগির এটি জমা দেওয়া হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সমকালকে জানান, তারাও চান শিক্ষার সম্প্রসারণ হোক। তাই সরকার এ প্রতিষ্ঠানটিকে ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি দিলে তাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। ইনস্টিটিউট হলে প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে কর্মরত শিক্ষকদের মর্যাদা কী হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যস্ত করা হবে। তখন ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্ররাও এখানে ভর্তি হতে পারবে।'

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ফাতিমা সুরাইয়া সমকালকে বলেন, 'শুরু থেকেই এটি একটি বিশেষায়িত কলেজ। লক্ষ্য থেকেও এটি কখনও বিচ্যুত হয়নি। ছাত্রীদের দাবিরও যৌক্তিকতা রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হলে নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্ট সবার মতামত নিতে হবে। তাই বৃহৎ পরিসরে একটি কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। সেখানে উঠে আসা মতামত ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হবে।'

তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি আদায়ে আন্দোলনে রয়েছে। এখন বিষয়টি মন্ত্রণালয় ও শিক্ষার্থীদের মাঝে রয়েছে। শিক্ষকদের এখানে কিছু করার নেই।

শিক্ষকরা চান না ইনস্টিটিউট হোক– শিক্ষার্থীদের এমন অভিযোগ সম্পর্কে অধ্যক্ষ বলেন, 'এ অভিযোগ অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন। সরকার যা চাইবে শিক্ষকরা তা মেনে নিতে বাধ্য। ইনস্টিটিউট হলে শিক্ষকদের হারানোর কিছু নেই। তারা সরকারি চাকরি করেন, সেটাই করবেন।'

তীব্র আবাসন সংকট : কলেজটির তিনটি হোস্টেলের কোনো নাম নেই। কাগজে-কলমে এগুলো এক, দুই ও তিন নম্বর বিল্ডিং হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। তিনটি হোস্টেলে আসন সংখ্যা মোট ২৫০। গণরুমে গণশয়ন ছাড়াও প্রত্যেক আসনেই 'ডাবলিং' করতে হয় ছাত্রীদের। কলেজের মোট পাঁচ হাজার ছাত্রীর মধ্যে কোনোরকমে হোস্টেলে থাকার সুযোগ পাচ্ছেন মাত্র ৬২১ জন। আবাসন সংকট এখানে এতই তীব্র যে, চতুর্থ বর্ষের আগে কোনো ছাত্রী হোস্টেলে থাকার সুযোগ পান না। কেউ কেউ অবশ্য ছাত্রলীগের মাধ্যমে হলে ওঠার সুযোগ পায়। তবে সংখ্যায় তারা খুবই কম। ছাত্রলীগের একটি সূত্র জানায়, তাদের সংগঠনের নেত্রীরা এক ও তিন নম্বর বিল্ডিংয়ের আসন বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করছে। এর মধ্যে তিন নম্বর বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলার আসন বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করেন ছাত্রলীগ সভাপতি জেসমিন আরা রুমা ও চতুর্থ তলা নিয়ন্ত্রণ করেন সাধারণ সম্পাদক পাপিয়া ইসলাম রুপু। এক নম্বর ভবনে গণরুম দুটি। এগুলোর সিটও নেত্রীরাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

সম্প্রতি কলেজ প্রাঙ্গণে ছাত্রীদের সঙ্গে কথা হয় সমকাল প্রতিবেদকের। 'শিশু বিকাশ ও সম্পর্ক' বিভাগের তৃতীয় বর্ষের এই ছাত্রী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'প্রথম বর্ষ থেকেই চেষ্টা করছি হোস্টেলে ওঠার। তৃতীয় বর্ষ পেরোতে চলল, এখনও সুযোগ পাইনি।' আরেক ছাত্রী জানান, তৃতীয় বর্ষের আগে হোস্টেলে সিটের জন্য আবেদনই করা যায় না। এবার আবেদন করেও পাননি তিনি। এখনও ক্লাস করছেন অন্য স্থানে থেকে।

ছাত্রীদের খাবারের জন্য ক্যান্টিন ও ক্যাফেটেরিয়া থাকলেও খাবারের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। তা ছাড়া রান্নার মানও খুব খারাপ। তাই ছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ নিজেরাই রান্না করে থাকেন।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জানান, ১ নম্বর হোস্টেল ভবনটিকে ১২-১৪ তলাবিশিষ্ট করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ জন্য শিগগিরই প্রস্তাব পাঠানো হবে। এটি নির্মাণ করা হলে আবাসন সংকট অনেকাংশে কেটে যাবে।'

কোনো পরিবহন নেই : কলেজটির কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর যাতায়াতের জন্য নেই কোনো পরিবহন ব্যবস্থা। তবে সড়ক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সম্প্রতি দুটি বিআরটিসি বাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। বারিধারা থেকে এসে ক্লাস করেন এমন এক ছাত্রী সমকালকে জানান, সপ্তাহে পাঁচ দিন ক্লাস থাকে তার। কলেজের নিজস্ব বাস না থাকায় প্রতিদিনই সমস্যা হয় তাদের। একাধিক রুটে বাস চালু করার দাবি জানান তিনি। ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতারাও মনে করেন, পরিবহন এ কলেজের অন্যতম প্রধান সমস্যা।

সেশনজট : ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে 'শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক' বিভাগে ভর্তি হন সাদিয়া। এতদিনে তার চতুর্থ বর্ষে থাকার কথা; অথচ সবে শুরু হয়েছে তৃতীয় বর্ষ। ঠিক এক বছরের সেশনজট তাড়া করছে তাদের। সেশনজটের কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এ কলেজটি ছাড়া আরও তিনটি বেসরকারি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ রয়েছে। এদের সবার বিভিন্ন বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা একই প্রশ্নপত্রে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের পরীক্ষা তাদের আজিমপুর ক্যাম্পাসে এবং ময়মনসিংহ হোম ইকোনমিক্স কলেজের পরীক্ষা ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়। তবে রাজধানীর গ্রিন রোডে অবস্থিত 'বাংলাদেশ হোম ইকোনমিক্স কলেজ' এবং লালমাটিয়ার 'ন্যাশনাল কলেজ অব হোম ইকোনমিক্সে'র পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাবির নিজস্ব পরীক্ষা ও ক্লাসের সঙ্গে সমন্বয় করে তাদের পরীক্ষা নিতে হয়। এতে প্রায়ই কাঙ্ক্ষিত সময়ে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয় না। এতে সেশনজটে পড়তে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

এসব ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের শীর্ষ এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে সমকালকে বলেন, 'আমাদের নিজস্ব পরীক্ষা নিতেই হিমশিম খেতে হয়। অন্যদের পরীক্ষা নেওয়া অনেকটাই কঠিন হয়ে পড়ে।'

এ ব্যাপারে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জানান, নিজস্ব ছাত্রীদের ছাড়াও অন্য দুটি বেসরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়ার মতো শ্রেণি অবকাঠামো তাদের রয়েছে। অথচ ওই দুটি কলেজের কর্তৃপক্ষ ঢাবি ক্যাম্পাস ছাড়া অন্য কোথাও পরীক্ষা হওয়ার ক্ষেত্রে রাজি নয়। অধ্যক্ষ বলেন, 'ছাত্রীদের যুক্তি, এর মাধ্যমে তারা নিজেদের ঢাবির শিক্ষার্থী হিসেবে মনে করার সুযোগ পায়। এতে সেশনজট কাটানো যাচ্ছে না।' তিনি বলেন, 'চলতি বছরে পরীক্ষার রুটিন তৈরি করা হয়েছে। এর কোনো হেরফের হতে দেওয়া হবে না।' দুটি কলেজের প্রতিযোগিতার কারণে তাদের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের যাতে ক্ষতি না হয় সে ব্যাপারে তারা সজাগ রয়েছেন বলে জানান তিনি। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, 'গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে সনদপত্র পেতে আমাদের ছয় মাস অপেক্ষা করতে হয়। এ কারণে মাস্টার্সে ক্লাস শুরু হতেও দেরি হয়। তবে কর্তৃপক্ষ জানায়, এ সমস্যা দূর করতে ফল প্রকাশের আগেই মাস্টার্সের ক্লাস শুরুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ছাত্র রাজনীতি : ২০১০ সালে এ কলেজে সর্বপ্রথম ছাত্রলীগের কমিটি গঠিত হয়। গত ২৬ নভেম্বর এ প্রতিষ্ঠানটিতে জেসমিন আরা রুমাকে সভাপতি ও পাপিয়া ইসলাম রুপুকে সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রলীগের আট সদস্যের দ্বিতীয় আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এটি জেলা কমিটির মর্যাদাসম্পন্ন। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এখানে অস্তিত্ব না থাকলেও ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফেডারেশন তৎপর রয়েছে।

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদলের কর্মতৎপরতা নেই কেন এমন প্রশ্নে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বলেন, 'বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পূর্বে এখানে কোনো ছাত্ররাজনীতি ছিল না। বর্তমানে ছাত্রলীগের পাশাপাশি একাধিক বাম ছাত্র সংগঠন তৎপর রয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন কোনো ছাত্র সংগঠনের কমিটি হতেও পারে।' অন্যদিকে ছাত্রলীগের সভাপতি জেসমিন আরা রুমা জানান, সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে তারা সবাই কাজ করে যাচ্ছেন। কোনো অন্তর্কোন্দল নেই। শিগগির পূর্ণাঙ্গ কমিটি দেওয়া হবে।

সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর